

القارة ١٠-١٢

৭৮

৩৮

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعِشِيقِ الْمُنْقُوشِ ۝ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُمْ تُهَوُّ
فِي عِشَّةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ
هَامِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ۝ تَارْحُمِيَةٌ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّى رَزَّمْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝
ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

(৯) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উন্মুক্ত হবে (১০) এক অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

সূরা কারেরা

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করাতকারী, (২) করাতকারী কি? (৩) করাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (৫) এক পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখীজীবন ঘাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্জ্বলিতঅগ্নি।

সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচ্চিৎ নয়। তোমরা সত্তরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচ্চিৎ নয়। তোমরা সত্তরই জেনে নেবে। (৫) কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জনতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিবা-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়াযত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

উপরোক্ত আয়াতে অশুর শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দুটি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে — (এক) মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এক নেয়াযত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। ‘দুই’ সে ধনসম্পদের লালসায় মগ্ন। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরীখে নিন্দনীয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ, মানুষ কি জানে না যে,

কেয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উন্মুক্ত করা হবে এক অন্তরের সকল ভেদ কীস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তাআলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এক ধন সম্পদের লালসায় মগ্ন না হওয়া।

সূরা কারেরা

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাকের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে জানা যায়, আমলের ওজন সম্ভবতঃ দুবার হবে। একবার ওজন করে মুমিন ও কাকেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মুমিনের পাল্লা ভারী ও কাকেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মুমিনদের মধ্যে সংকর্ম ও অসংকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্যে হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যতঃ প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মুমিনের পাল্লা ইমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সংকর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহরীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাকের ও সংকর্মপরায়ণ মুমিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিনদের মধ্যে যারা সং ও অসং মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে তাদের দান-প্রতিদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে — পণনা হবে না। আমলের ওজন একলাস তথা আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

সূরা তাকাসুর

অর্থাৎ, প্রচুর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিবেশিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ